ত্রৈমাসিক

টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা

স্মার্ট বাংলাদেশ
Smart Bangladesh

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.btrc.gov.bd

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

পৃষ্ঠা-০৩
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

পৃষ্ঠা-০৩
জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০২৩

পৃষ্ঠা-০৭
টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

পৃষ্ঠা-০২
স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক কলাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিটিআরসি'র নব-নির্মিত ভবন উদ্বোধন

সবার জন্য সুলভ মূল্যে গ্রহণযোগ্য ও নব প্রযুক্তির সমন্বয়ে মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার ২০০২ সালের ৩১ জানুয়ারি একটি স্বাধীন কমিশন হিসেবে 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)' প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে রাজধানীর গুলশান, পরবর্তীতে বনানীর সেতু ভবন হয়ে ২০০৮ সাল থেকে রাজধানীর রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন ভবনে কমিশনের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিটিআরসি কর্তৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প" এর আওতায় ভবনের নির্মাণ কাজের সফল সমাপ্তির শেষে কমিশনের নিজস্ব অফিস আইইবি ভবন হতে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় নির্মিত নতুন ভবনে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে, গত ২০ আগষ্ট ২০২৩ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ তলাবিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন এ ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ

পার্বত্য অঞ্চলে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটর ও টাওয়ারকো অপারেটরদের সাথে সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। মূলত পার্বত্য অঞ্চলে যেসকল স্থান বর্তমানে

মোবাইল নেটওয়ার্কের এখনও আওতাধীন নয় সেসকল স্থানে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অংশ হিসেবে উক্ত সমন্বয় সাধন করা হয়। এতে করে ইতোমধ্যে বেশ কিছু স্থানে মোবাইল নেটওয়ার্ক বিস্তার লাভ করেছে।

গ্রাহক স্বার্থ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিতই মূল লক্ষ্য

গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবনের প্রধান সম্মেলন কক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার বিটিআরসি কর্তৃক গ্রাহক স্বার্থ বিবেচনায় মোবাইল ফোন অপারেটরদের ডাটা ও ডাটা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্যাকেজের নতুন নির্দেশিকার উদ্বোধন করেছেন। নতুন এই নির্দেশিকা আগামী ১৫ অক্টোবর ২০২৩ থেকে কার্যকর হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী গ্রাহকের স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনায় নতুন ডাটা প্যাকেজ ও মেয়াদসহ বিভিন্ন নির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়েছে। ০৩ দিনের মেয়াদে ১৫ জিবি ডাটা দিলে তা গ্রাহকের উপকারে আসে না জানিয়ে মন্ত্রী আরো বলেন মোবাইল অপারেটরগুলো ব্যবসায়িক স্বার্থে ডাটার মেয়াদ সীমিত রাখতে চায়। অতিরিক্ত মুনাফা থেকে অপারেটরদের বেরিয়ে আসার আহবান জানিয়ে তিনি আরো বলেন, পূর্বে অসংখ্য প্যাকেজ থাকায় জনগণ বিভ্রান্তিতে নির্দেশিকায় ৪০ টি প্যাকেজ গ্রাহকদের স্বাচ্ছন্দ্য দিবে। বির্তমানে ০৩ দিনের প্যাকেজের যে মেয়াদ সেটাই ০৭ দিনের

মেয়াদ হবে বলেও জানান তিনি। সভার শুরুতে বক্তারা বলেন, টেলিযোগাযোগ খাতে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা তৈরিতে এবং প্রান্তিক জনগণের দোড়গোড়াঁয় টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতে কাজ করছে বিটিআরসি। নতুন ডাটা প্যাকেজ নির্দেশিকার ফলে গ্রাহক ভোগান্তি ছাড়াই তাদের পছন্দ অনুযায়ী ডাটা প্যাকেজ বাছাই করতে পারবে। সভায় আরো জানানো হয়, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অপারেটরগণ নিজেদের স্বার্থেই ডাটার মূল্য কমিয়ে আনবে।

(বাকী অংশ: পৃষ্ঠা-২)

প্রধান উপদেষ্টার কথা

গ্রাহকের জন্য সুলভে, মানসম্মত, নিরাপদ ও সার্বজনীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে নিরলস কাজ করছে বিটিআরসি। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে বুদ্ধিভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক, টেকসই ও উদ্ভাবনীর প্রযুক্তির সংযুক্তিতে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের প্রতিটি খাততে ডিজিটালি সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের ৩য় ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) এ বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি, কর্মসূচি, অর্জন, সফলতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বলিত "ত্রৈমাসিক টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা" প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। টেলিযোগাযোগ খাতের মূল্যবান তথ্যসম্বলিত এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রকাশনায় যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। একই সাথে আমি আশা করি, কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবেন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন।

জয় বাংলা।

প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান, বিটিআরসি।

প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। www.btrc.gov.bd [হেল্পলাইন-১০০]

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

ত্রৈমাসিক
টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা

সম্পাদকীয়

বিটিআরসি ভবন হোক দেশের টেলিযোগাযোগ সেবার কেন্দ্রবিন্দু

২০২১ সালে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে ৩১ জানুয়ারি ২০০২ এ গঠন করা হয় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। কমিশন গঠনের পর থেকে ক্রমান্বয়ে দেশের টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামোয় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠা পরবর্তীতে রাজধানীর গুলশানের ভাড়া বাড়ি, পরবর্তীতে বনানীর সেতু ভবন হয়ে ২০০৮ সাল থেকে রাজধানীর রমনাস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউশন ভবনে কমিশনের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিটিআরসি কর্তৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প" এর আওতায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ভবনের নির্মাণ কাজের সফল সমাপ্তির শেষে প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পর কমিশনের নিজস্ব অফিস আইইবি ভবন হতে আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় নির্মিত নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়। গত ২০ আগষ্ট ২০২৩ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ তলাবিশিষ্ট স্থাপত্যশৈলীতে অনন্য দৃষ্টিনন্দন এ ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিটিআরসি এ ভবন থেকেই ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম গৃহীত হবে।

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে দূরদর্শী পলিসি বিবেচনায় টেকসই ও উন্নত মহাসড়ক প্রস্তুতকরণ, লাইসেন্সিদের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসা, তরঙ্গের সঠিক বন্টন, ব্যবহার ও মনিটরিং, মানসম্মত গ্রাহক সেবা ও সরকারি/বে-সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে কোয়ালিটি অব সার্ভিস নিশ্চিতকরণ, অনলাইনে নিরাপত্তা জোরদার, আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিবিড় যোগাযোগ, দুর্যোগকালীন জরুরি টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে কার্যকরী সিস্টেম স্থাপন, টেলিযোগাযো-গ যন্ত্রপাতি থেকে নিঃসৃত রেডিয়েশন পর্যবেক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে বিটিআরসির নতুন ভবন হয়ে উঠুক মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের জবাবদিহিতা এবং যুগোপযোগী আইনী কাঠামো

মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনটি বড় শিল্প বিপ্লব গোটা দুনিয়ার গতিপথ ব্যাপকভাবে পাল্টে দিয়েছিল। প্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল ১৭৮৪ সালে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব ত্বরান্বিত হয় ১৮৭০ সালে বিদ্যুৎ এর মাধ্যমে এবং তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কারের মাধ্যমে। ইন্টারনেটের আবিষ্কার শিল্প বিপ্লবের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে আগের তিনটি শিল্প বিপ্লবকে ছাড়িয়ে গেছে আজকের যুগের ডিজিটাল বিপ্লব, যাকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কল্যাণে ইন্টারনেট, ফাইভ-জি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চালকবিহীন গাড়ি, রোবোটিকস, কোয়ান্টাম কম্পিউটার, ক্যাশলেস ব্যাংকিং, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, ড্রোনসহ নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি বৈপবিক পরিবর্তন নিয়ে আসছে চিকিৎসা, অর্থনীতি, যোগাযোগসহ দৈনন্দিন সবক্ষেত্রে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাইক্রোসফট, অ্যাপল, গুগল, অ্যামাজন, মেটা এবং আলিবাবার মতো হাইটেক করপোরেশন ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজসাধ্য করার জন্য নানা রকমের ডিজিটাল উদ্ভাবন ও সেবা দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। সারা দুনিয়া এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নবিত্ত প্রত্যেকেই ডিজিটাল সেবার আওতাভুক্ত। আধুনিক বিশ্বের যোগাযোগের অন্যতম সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে ইন্টারনেট। বাংলাদেশে এর ব্যবহার শুরু ১৯৯৫ সালে। পরবর্তী সময়ে অপটিক্যাল ফাইবার কানেকশন এবং মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে সারাদেশে ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছায়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী অঙ্গীকারে রূপকল্প-২০২১ ঘোষণা করেছিল যার মূল লক্ষ্য ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা, প্রত্যন্ত অঞ্চলে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন, স্মার্ট ডিভাইস উদ্ভাবন, টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে গড়ে উঠেছে বহুমুখী ডিজিটাল অবকাঠামো। ফলশ্রুতিতে, সেপ্টেম্বর ২০২৩ নাগাদ দেশে মোবাইল গ্রাহক ১৮ কোটি ৯১ লাখ এবং ইন্টারনেট গ্রাহক ১৩ কোটি ২২ লাখ।

বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আধুনিক জীবনে এক নতুন বাস্তবতা। এসব মাধ্যম মানুষের জীবনে ব্যাপক প্রভাব রেখে চলেছে। বেড়েছে স্মার্টফোন নির্ভরতা। চারপাশে, দেশে-বিদেশে কী ঘটছে, সেগুলো ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, গুগলসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে যাচ্ছে সবাই। আমাদের টাইমলাইন, নিউজফিড ভরে যায় প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সংবাদ, ছবি ও ঘটনায়। এ সুযোগটি করে দিচ্ছে ইন্টারনেট। প্রযুক্তির প্রসারের ফলে মানুষের জীবনমান সহজ হওয়ার পাশাপাশি এর নেতিবাচক ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে নানা রকম আইন বিরোধী কর্মকান্ডে। নারীর প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো, গুজব ছড়িয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, অশালীন ছবি প্রচার, আর্থিক অনিয়ম ও প্রতারণা, জুয়া, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কর্তৃক তরুণ-তরুণীদের সংগ্রহ, পেটেন্ট ও কপিরাইট লঙ্ঘনসহ বিভিন্ন নেতিবাচক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে বিশ্বের অনেক দেশই আইন প্রণয়ন করেছে। সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, তুরস্ক, কানাডা, রাশিয়া এবং ভারত সম্প্রতি এ বিষয়ে আইন পাস করেছে। এছাড়া সামাজিক মাধ্যম নিয়ন্ত্রণে আঞ্চলিক জোট হিসেবে জিডিপিআর (তথ্য সুরক্ষা নীতিমালা) করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এর আলোকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের তথ্য-উপাত্ত যদি ফেসবুক-গুগল ব্যবহার করতে চায়, অবশ্যই তাদেরকে স্থানীয়ভাবে ডাটা সেন্টার স্থাপন করতে হবে। ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য নতুন আইন কার্যকর করেছে রাশিয়া। সেই আইনে রাশিয়া বলছে, বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে দেশটিতে ইন্টারনেট কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হলে সেখানে অবশ্যই তাদের শাখা কিংবা অফিস থাকতে হবে। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ফেসবুক, গুগল এবং ইয়াহুর মতো টেক জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি আইন পাস করে। এই আইনের আলোকে এসব প্ল্যাটফর্মে গণমাধ্যমে প্রকাশিত কোন প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে আর তা থেকে প্ল্যাটফর্মগুলো কোনো মুনাফা আয় করে থাকলে তার লভ্যাংশ দিতে হবে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমকেও। এছাড়া, ভারত আইটি রুলস ২০২১ এর বিধিমালার আওতায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে আর মাধ্যমগুলো সরকারের দেওয়া বিধি ও শর্ত না মানলে সেসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার বিধান রয়েছে।

এমনই প্রেক্ষাপটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে জবাবদিহিতা ও আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে আইন তৈরি করার পথে হাঁটছে বাংলাদেশও। প্রস্তাবিত এই আইন, রেগুলেশন ও নীতিমালা তিনটি হলো তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের তৈরি ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট-২০২২, ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক মাধ্যম আর ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-র তৈরি রেগুলেশন ফর ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড ওটিটি প্ল্যাটফর্মস এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওভার দ্য টপ (ওটিটি) কনটেন্টভিত্তিক সেবা প্রদান ও পরিচালনা নীতিমালা, ২০২১। শেষোক্ত দুইটি আইন ও নীতিমালা মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের তরুণ জনশক্তির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং, ব্লকচেইন, বিগ ডেটা, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) এর মতো প্রযুক্তিজ্ঞান-সম্পন্ন বিষয়গুলো পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্তির পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তায় সচেতন করা জরুরি। এছাড়া, প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে প্রয়োজন যুগোপযোগী আইনী কাঠামো। আর এক্ষেত্রে বিটিআর-সি সর্বোচ্চ ঐকান্তিকতা, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার সাথে জনস্বার্থে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন
কমিশনার
(সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

গ্রাহক স্বার্থ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিতই মূল লক্ষ্য (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরবর্তীতে কমিশনের মহাপরিচালক (সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. নাসিম পারভেজ নতুন প্যাকেজ নির্দেশিকার আদ্যোপান্ত বিশদভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, নির্দেশিকায় পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বিটিআরসি সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে সভা, আলোচনা, মতামত গ্রহণ, উন্মুক্ত পদ্ধতিতে গ্রাহকের সাথে সরাসরি মতবিনিময়সহ অনলাইন জরিপ পরিচালনা করেছে। উপস্থাপনায় তিনি নিম্নোক্ত বিষয় উল্লেখ করেন:

প্যাকেজ সংখ্যা ও মেয়াদ: একটি অপারেটরের নিয়মিত (regular package), বিশেষ প্যাকেজ (CCSP), রিসার্চ ও ডেভেলমেন্ট (R&D), সব ধরনের ব্র্যান্ড মিলিয়ে (ফ্ল্যাক্সিবল প্যান অনুযায়ী) প্যাকেজের সংখ্যা হবে ৪০টি, যা আগে ছিলো ৮৫টি। এছাড়া, সকল প্যাকেজের সময়সীমা হবে ০৭ দিন, ৩০ দিন এবং আনলিমিটেড, যা আগে ছিলো ৩ দিন, ৭ দিন, ১৫ দিন এবং ৩০ দিন।

আনলিমিটেড প্যাকেজের সংখ্যা ও ডাটা ভলিউম: প্রতিটি অপারেটর তিনটি ভিন্ন ভলিউমে আনলিমিডেট ডাটা প্যাকেজ অফার করতে পারবে আর তা হবে ২৫ জিবি, ৫০ জিবি এবং ৭৫ জিবি। অর্থাৎ উক্ত তিনটি ভলিউমের যেকোনো একটি আনলিমিটেড প্যাকেজ হিসেবে গণ্য হবে। বিটিআরসির অনুমোদন নিয়ে পরবর্তীতে ভলিউম পরিবর্তন করা যাবে।

ফ্ল্যাক্সিবল প্যান প্যাকেজ ডিজাইন: যে সকল গ্রাহক (MyGP, MyRobi, MyBL, My Teletalk) ব্যবহার করে তারা তাদের পছন্দ অনুযায়ী টকটাইম, ডাটা ভলিউম, সোশ্যাল প্যাক, এসএমএস ইত্যাদি নির্বাচন করে নিজের প্যাকেজ নিজেই ডিজাইন করতে পারবেন। প্রদর্শিত মূল্য গ্রাহকের পছন্দ হলে নিজেই তার মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে প্যাকেজটি গ্রহণ করতে পারবে এবং এটি একটি রেগুলার প্যাকেজ হিসেবে গণ্য হবে।

বোনাসসহ অব্যবহৃত ডাটা ক্যারি ফরওয়ার্ড (অব্যবহৃত ডাটা নতুন প্যাকেজে যুক্ত হওয়া) : নতুন নির্দেশিকায় মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে একই প্যাকেজ কিনলে ডাটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে। একই ভলিউমের ৭ বা ৩০ দিন মেয়াদের প্যাকেজ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গ্রাহক উক্ত প্যাকেজ আবার ক্রয় করলে ডাটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে। ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যাবে সর্বোচ্চ ৫০ জিবি ডাটা পর্যন্ত। এছাড়া, গ্রাহককে অপারেটররা প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৩ টি প্রমোশনাল এসএমএস দিতে পারবে, যা পূর্বে ছিল ৪টি। সোশ্যাল প্যাকেজের ক্ষেত্রেও মেয়াদের মধ্যে একই প্যাক পুনরায় গ্রহণ করলে অব্যবহৃত ডাটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হবে এবং বোনাস হিসেবে প্রদান করা ডাটাও ক্যারি ফরওয়ার্ডের অন্তর্ভূক্ত হবে।

ডাটা শেষ হওয়ার পূর্বে গ্রাহককে অবহিতকরণ: একজন গ্রাহককে প্যাকেজের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে নতুন প্যাকেজ অফার প্রদান করলে অফারটি অবশ্যই একই প্যাকেজ হতে হবে এবং অন্য দুটি প্যাকেজ তার ব্যবহারের প্যাটার্নের ওপর ভিত্তি করে হতে পারে। যেকোনো প্যাকেজের মেয়াদ শেষ হওয়ার ০১ (এক) দিন পূর্বে গ্রাহককে এসএমএস এর মাধ্যমে ডাটার মেয়াদ শেষ হওয়ার নোটিফিকেশন পাঠাতে হবে। অব্যবহৃত ডাটা ক্যারি ফরওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে চলতি প্যাক পুনরায় ক্রয় করার নির্দেশনা উক্ত এসএমএস এ থাকবে।

৩ দিনের প্যাকেজে না রাখার কারণ: মোবাইল অপারেটর তিন দিনের প্যাকেজে যে পরিমাণ ডাটার অফার প্রদান করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাহকগণ উক্ত সময়সীমার মধ্যে তা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া উক্ত প্যাকেজ সংখ্যা বেশি হওয়ায় এবং সময়সীমা কম হওয়ায় গ্রাহকরা পুনরায় প্যাকেজ ক্রয় করলে ডাটা ক্যারি ফর্ওয়ার্ড নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। বিটিআরসি কর্তৃক পরিচালিত অনলাইন জরিপে দেখা যায়, ৫৪.৬% গ্রাহক ০৩ দিনের প্যাকেজ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়।

অনলাইনে প্যাকেজ ও ডাটার উপরে গ্রাহকদের মতামত জরিপের ফলাফল: বিটিআরসি কর্তৃক অনলাইনে প্যাকেজ ও ডাটার উপরে গ্রাহকদের মতামত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, ৬১% গ্রাহক মনে করে প্যাকেজের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৪০-৫০ টি হওয়া উচিত এবং ৫৪% গ্রাহক ৭ দিন, ৩০ দিন ও আনলিমিটেড মেয়াদ রাখার পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সভাপতির বক্তব্যে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার জানান, টেলিযোগাযোগ আইনে কমিশনের ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করছে বিটিআরসি। এর আগে 'এক দেশ এক রেট' বাস্তবায়নের ফলে গ্রাহক সুফল ভোগ করছে জানিয়ে তিনি বলেন, মোবাইল ডাটার ফ্লোর প্রাইস ও সিলিং প্রাইস আপাতত নির্ধারণ করা না হলেও ভবিষ্যতে সময়ের চাহিদানুযায়ী সেটা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। অপারেটর ও গ্রাহক উভয়ের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বিটিআরসি কাজ করছে বলে জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, স্পেকট্রাম বিভাগের কমিশনার প্রকৌ: শেখ রিয়াজ আহমেদ, অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের কমিশনার ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী, প্রশাসন বিভাগের মহাপরিচালক আবদুল্লাহ আল মামুন, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনশ বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: এহসানুল কবীর, স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জুয়েল, মহাপরিচালক (লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং) আশীষ কুমার কুন্ডু, সচিব (বিটিআরসি) ও মোবাইল অপারেটরদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

প্রশাসন বিভাগ

বিটিআরসি নেটওয়ার্ক এন্ড সার্ভার কো-অবস্থান কেন্দ্র (জাতীয়) এর প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ইনস্টলেশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)'র নবনির্মিত ভবনে "বিটিআরসি নেটওয়ার্ক এন্ড সার্ভার কো-অবস্থান কেন্দ্র (জাতীয়) এর প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ইনস্টলেশন" সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Shark Limited এর সাথে গত ১৯ জুলাই ২০২৩ তারিখে বিটিআরসি'র সভাকক্ষ-৩১৩'তে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার (সিনিয়র সচিব) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কমিশনের পক্ষে প্রশাসন বিভাগের মহাপরিচালক জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন এবং Shark Limited এর চেয়ারমান ও সিইও জনাব জোসেফ. বি উইলিসিস নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, কমিশনারগণ, মহাপরিচালকগণ, কমিশন সচিব এবং পরিচালকগণ সহ বিটিআরসি'র অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কমিশনের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে মোট ১৭১ জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এর স্থিরচিত্র

বিটিআরসি'র নৈতিকতা কমিটির ১ম ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে একটি কৌশল-দলিল হিসাবে "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" প্রণয়ন করে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রতিবছর শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশিকা, ২০২৩-২৪ অনুযায়ি কমিশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিটিআরসির শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিটিআরসির নৈতিকতা কমিটির ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) সভা কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

খসড়া জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০২৩ এর সাথে "স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১" এবং "স্মার্ট বাংলাদেশ আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১" এর মাঝে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ফোকাস গ্রুপ অলোচনা (FDG)

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বক্তারা

ব্রডব্যান্ড নীতিমালা সরকারের "স্মার্ট বাংলাদেশ" মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে

গত ২০ জুলাই ২০২৩-এ এটুআই প্রোগ্রাম'র প্রধান সভা কক্ষে "খসড়া জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০২৩" এর সাথে "স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১" এবং "স্মার্ট বাংলাদেশ আইসিটি মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১"এর মাঝে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার। তিনি সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের জনগণ এখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' থেকে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এর স্বপ্নযাত্রার সন্ধিক্ষণে, অবকাঠামো এবং সংযোগ এই দুটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে প্রণীত ব্রডব্যান্ড নীতিমালা যাতে সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ মাস্টারপ্ল্যানকে সমর্থন করতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই বিটিআরসি কাজ করছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে খসড়া ব্রডব্যান্ড পলিসির উল্লেখিত বিষয় সমূহে গঠনমূলক মতামত প্রদানের আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হলো পর্যায়ক্রমে জনগণের ঘরে ঘরে ইন্টারনেট এর সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিটিআরসি'র সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজ, এনডিসি, এএফডবিউসি, পিএসসি ব্রডব্যান্ড পলিসি প্রণয়নের প্রেক্ষাপট, অদ্যাবধি গৃহীত কার্যক্রম এবং প্রস্তুতকৃত খসড়া ব্রডব্যান্ড পলিসিতে উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপর প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আলোকপাত করেন। তিনি উল্লেখ করেন ব্রডব্যান্ড পলিসি এর সাথে বর্তমান সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নের সমন্বয় সাধনের জন্য সকলের নিকট থেকে মতামত, প্রস্তাবনা জানা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে

বিটিআরসি হতে এটুআই সভাপতির বক্তব্যে এটুআই'র প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির উল্লেখ করেন যে, সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নের অন্যতম মূল স্তম্ভ হলো ইনফ্রাস্ট্রাকচার তথা ব্রডব্যান্ড। তাই স্মার্ট বংলাদেশ বিনির্মাণের গতি ত্বরান্বিত করতে হলে প্রান্তিক পর্যায়ে ইন্টারনেট এক্সেস বৃদ্ধি করতে হবে।

এটুআই এর হাফিজুর রহমান স্মার্ট বাংলাদেশ মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১ এর উপর আলোকপাত করেন। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ এর স্তম্ভসমূহ পরিকল্পনার বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ মাস্টারপ্ল্যান ২০৪১ বাস্তবায়নে সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। কর্মশালার দ্বিতীয় সেশনে অংশগ্রহণকারীরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে ওয়ার্কিং সেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। গ্রুপগুলো নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন: (১) স্মার্ট সিটিজেন (২) স্মার্ট গভর্মেন্ট (৩) স্মার্ট ইকোনমি অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিএসসিসিএস, বিটিসিএল, মোবাইল অপারেটর, আইআইজি, এনটিটিএন, আইএসপিএবি, এটুআই, টেলিকম সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন

ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল এর কার্যক্রম

ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে রাষ্ট্রবিরোধী, জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ, পর্ণগ্রাফিক কনটেন্ট, অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা, ধর্মীয় বিষয়ে উস্কানীমূলক এবং উগ্রবাদী কনটেন্টসহ বিভিন্নরকম আপত্তিকর কনটেন্ট নিয়মিত সনাক্তকরণ এবং অপসারণ/ব্লকের কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। এসকল আপত্তিকর কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের প্ল্যাটফর্ম হতে দ্রুততার সাথে অপসারণের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখার লক্ষ্যে সমন্বয় সভা এবং আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যেন জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে না পারে সে লক্ষ্যে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালের ৩য় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টিকটক, টুইটার ও ফেসবুক এর সাথে সমন্বয় সভা এবং জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের সাথে জনসচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন

টিকটকঃ বিটিআরসি'র সভাকক্ষে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এধরণের গুজব ও অপপ্রচার সংক্রান্ত আপত্তিকর কনটেন্ট অপসারণের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টিকটক এর কার্য প্রক্রিয়া এবং কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে টিকটক এবং আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সাথে গত ১২ জুলাই ২০২৩ তারিখে নির্বাচন প্রস্তুতি বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে Elections Integrity and Authenticity, Election Report Button ও নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে টিকটক কর্তৃপক্ষ আলোচনা করেন।

চিত্রঃ বিটিআরসি ও টিকটক এর মধ্যে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ

ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক ক্ষতিকর কনটেন্ট অপসারণ

গত ১ জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক ০৮ টি পর্ণগ্রাফিক ওয়েবসাইট, ৪৯৮ টি অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট এবং বেটিং বা জুয়া খেলা সংক্রান্ত ১০ টি অ্যাপস বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ২৪ টি পর্ণগ্রাফিক সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট এবং ২৬১৯ টি জুয়া খেলা প্রচার, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ সোশ্যাল মিডিয়া লিংক অপসারণ করা হয়েছে।

চিত্রঃ বিটিআরসি ও ফেসবুক এর মধ্যে অনুষ্ঠিত সভা

ফেসবুকঃ বিটিআরসি'র সভাকক্ষে বিটিআরসির মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ০২ আগষ্ট, ২০২৩ তারিখে বিটিআরসি ও মেটা (ফেসবুক) এর দক্ষিণ-এশিয়া'র Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে ২০২৩ সালের ৩য় প্রান্তিকের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহাপরিচালক (এসএস) মহোদয় ফেসবুক প্ল্যাটফর্মে বিদ্যমান আপত্তিকর কনটেন্টসমূহ অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফেসবুক কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উল্লেখ্য একই দিনে বিটিআরসি'র সভাকক্ষে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এধরণের গুজব ও অপপ্রচার সংক্রান্ত আপত্তিকর কনটেন্ট অপসারণের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এর কার্য প্রক্রিয়া এবং কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে ফেসবুক এবং আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সাথে নির্বাচন প্রস্তুতি বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় Election Preparedness Process, Misinformation and Defamation, Transparency Report, Misinformation and Disinformation, Safety Tools এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনের মাধ্যমে মেটা কর্তৃপক্ষ আলোচনা করেন।

গুগল: গত ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি: তারিখে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুম এ কমিশনের মহাপরিচালক (এসএস) মহোদয় এর সভাপতিত্বে বিটিআরসি ও গুগল (ইউটিউব) এর দক্ষিন-এশিয়া'র Public Policy প্রতিনিধি দলের সাথে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহাপরিচালক মহোদয় ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে বিদ্যমান আপত্তিকর কনটেন্টসমূহ অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গুগলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া, সভায় একাউন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান-প্রদান এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উল্লেখ্য গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে বিটিআরসি'র সভাকক্ষে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এধরণের গুজব ও অপপ্রচার সংক্রান্ত আপত্তিকর কনটেন্ট অপসারণের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুগল এর কার্য প্রক্রিয়া এবং কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে গুগল এবং আইন প্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের সাথে নির্বাচন প্রস্তুতি একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় Google Policies & Procedures for Law Enforcement Data Discloser Requests, Elections & Staying Ahead of Future Threats, Google Account Safe and Secure, Election Preparedness, Misinformation এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে গুগল কর্তৃপক্ষ আলোচনা করেন।

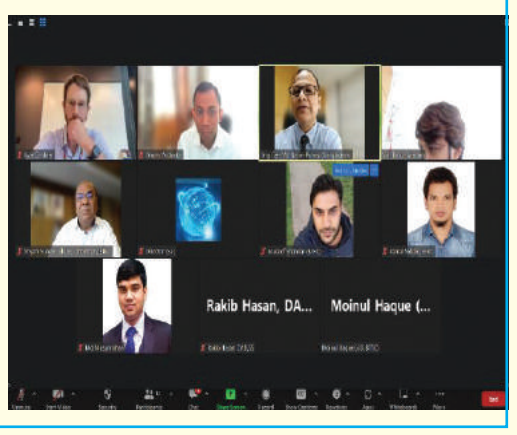

বিটিআরসি'র শ্রেষ্ঠ কর্মচারি (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

কমিশনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারিদের "ত্রৈমাসিক কর্মমূল্যায়ন" পর্যালোচনা করা হয়। ত্রৈমাসিক কর্মমূল্যায়ন পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে পর্যালোচনা সাপেক্ষে কমিশনের ০২ (দুই) জন কর্মচারিকে 'সেরা কর্মচারি' হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বর্ণিত ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) কমিশনের মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং এর আলোকচিত্রী জনাব এমরান হোসেন গাজী এবং স্পেকট্রাম বিভাগের অফিস সহায়ক জনাব শেখ ইকবাল বাহার কে সেরা কর্মচারি হিসেবে মনোনীত করা হয়। এই কর্মমূল্যায়ন কমিশনের দৈনন্দিন কর্মকান্ডকে আরো গতিশীল করে তুলবে মর্মে চেয়ারম্যান মহোদয় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

নাম : জনাব এমরান হোসনে গাজী
পদবী: আলোকচিত্রী
বিভাগ : মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং

নাম : জনাব শেখ ইকবাল বাহার
পদবী: অফিস সহায়ক
বিভাগ : স্পেকট্রাম বিভাগ

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগ

সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ

সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কারিগরি কমিটির তত্ত্বাবধানে ইতোপূর্বে সুপ্রীম কোর্ট-এর বিভিন্ন ভবনে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইন বিল্ডিং সলিউশন স্থাপন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গনে অবস্থিত বার এসোসিয়েশনের ভবন সমূহের মোবাইল নেটওয়ার্কের মানোন্নয়নের জন্য উক্ত কমিটি আলোচনা পর্যালোচনা ও সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে একটি সভার আয়োজন করে। বর্তমানে নেটওয়ার্ক বিস্তারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

বিটিআরসির নতুন ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিটিআরসির নবনির্মিত ভবনটি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক অতিথির আগমন ঘটে। অনুষ্ঠানস্থলে আগত সকলের নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠানস্থলে মোবাইল অপারেটরসমূহ ইন বিল্ডিং সলিউশন স্থাপন করে।

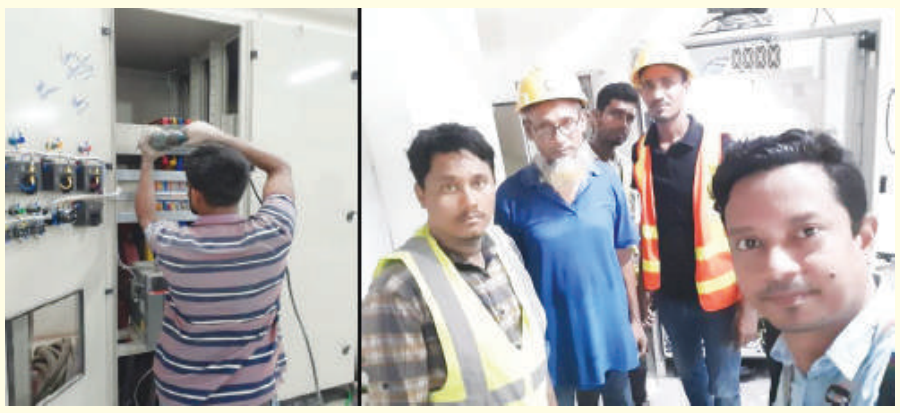

হুয়াওয়ে বাংলাদেশ এর ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন

হুয়াওয়েই বাংলাদেশ এর সাথে পথচলার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিটিআরসি, মোবাইল অপারেটর সহ বিভিন্ন অংশীজনদের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বাংলাদেশের আইসিটি ও টেলিকম খাতে প্রযুক্তি সহজলভ্য করতে ভূমিকা রাখছে হুয়াওয়ে। কর্মসংস্থান তৈরির পাশাপাশি তরুণ-তরুণীদের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতের উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে প্রতিষ্ঠানটি।

টেলিনর এশিয়া কর্তৃক স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক অনুষ্ঠান আয়োজন

"Building better lives for Smart Bangladesh" শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় বিটিআরসির মহাপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেসন্স)-কে টেলিনর এশিয়া হতে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে বিটিআরসি, টেলিকম ইন্ডাস্ট্রির অন্যান্য অংশীজনদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাপনী বক্তব্য রাখেন মহাপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেসন্স)।

EMF Radiation এর মাত্রা পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

সাম্প্রতিককালে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি থেকে নিঃসৃত রেডিয়েশনের প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন অপব্যাখ্যা ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষিতে দেশের অনেক স্থানে মোবাইল টাওয়ার স্থাপনা বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে এসকল এলাকার জনগণ মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বিটিআরসি হতে নিয়মিতভাবে EMF Radiation এর মাত্রা করা হয়। এ ধারাবাহিকতায় ইএন্ডও বিভাগ হতে দেশব্যাপি ০৮টি বিভাগীয় শহরে মোবাইল টাওয়ারের EMF Radiation পরিবীক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ময়মনসিংহ ও জামালপুর শহরে এবং গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সিলেট ও মৌলভীবাজার শহরে ইএন্ডও বিভাগের কারিগরি দল পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

চিত্র: ময়মনসিংহ বিভাগে ইএমএফ রেডিয়েশন পরিবীক্ষণ

চিত্র ২: সিলেট বিভাগে ইএমএফ রেডিয়েশন পরিবীক্ষণ

স্পেকট্রাম বিভাগ

চীনের শেনজেন নগরীতে "ITU/MIIT HIGH-LEVEL SEMINAR" অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এবং চীনের শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (এমআইআইটি) এর যৌথ উদ্যোগে গত ০৫-০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে চীনের শেনজেন নগরীতে "ITU/MIIT HIGH-LEVEL SEMINAR" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে "Towards WRC-23 Global Efforts for Rational, Equitable, Efficient and Economical Use of Radio- frequency Spectrum" বিষয়ক রাউন্ডটেবিল সেশনে স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জুয়েল প্যানেল মেম্বার হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

সিগন্যাল ট্রেইনিং সেন্টার এন্ড স্কুল (এসটিসিএন্ডএস), যশোর সেনানিবাস হতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পরিদর্শন

সিগন্যাল ট্রেইনিং সেন্টার এন্ড স্কুল (এসটিসিএন্ডএস), যশোর সেনানিবাস হতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পরিদর্শন-অফিসার্স বেসিক কোর্স (সিগস)-৪৬ এর আওতায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষাণার্থী মিলে মোট ৫৪ জন অফিসার গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকা হতে বিকাল ২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত অত্র কমিশন পরিদর্শন করেন। বর্ণিত পরিদর্শন টীমের সকলের অবগতির জন্য কমিশনের কারিগরি বিভাগসমূহ, যথা: স্পেকট্রাম বিভাগ, সিস্টেম এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস বিভাগ হতে বিভাগ-ভিত্তিক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। অধিকন্তু, প্রেজেন্টেশন এর পর বর্ণিত টীম কে কমিশনের বিভিন্ন কারিগরি স্থাপনাসমূহ সরেজমিনে প্রদর্শন করানো হয়।

গ্রামীণফোন লিঃ এর অকেজো টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ Scrap & Dismantle কার্যক্রম সম্পন্ন

২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে গ্রামীণফোন লিঃ এর অকেজো টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ও উহার আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ Scrap & Dismantle করা হয়। কমিশনের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান এন. এইচ. এন্টারপ্রাইজ তাদের কারখানা- বিলামালিয়া, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকাতে বর্ণিত Scrap & Dismantle কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। উক্ত কার্যক্রমে বিটিআরসি, পরিবেশ অধিদপ্তর, এন এস আই, ডি জি এফ এই, গ্রামীণফোন লিঃ এবং স্থানীয় থানার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

বিটিআরসির অভিযানে অনুমোদনহীন ও অবৈধ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আটক

দেশের বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের অনুকূলে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত (৯০০ মেঃ হাঃ, ১৮০০ মেঃ হাঃ, ২১০০ মেঃ হাঃ ব্যান্ড) তরঙ্গে ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা নিরসনের নিমিত্ত নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সকল অভিযানে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়তায় অনুমোদনহীন Repeater/Booster, জ্যামার, ওয়াকি-টকি ইত্যাদি জব্দ করা হয়।

বিটিআরসি'র তরঙ্গ পরিবীক্ষণ দলের সাম্প্রতিক অভিযানে জব্দকৃত মালামালসমূহ চিত্রে প্রদর্শিত হলো।

অবৈধ নেটওয়ার্ক বুস্টার, জ্যামার, রিপিটার এবং ওয়াকি-টকির বিরুদ্ধে কমিশনের নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। বিটিআরসির অনুমোদনবিহীন বেতার যন্ত্রপাতি ক্রয়/বিক্রয় এবং ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে, অন্যথায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

লিগ্যাল শাখা

কমিশনের লিগ্যাল শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কমিশনের লিগ্যাল শাখা কর্তৃক আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করাসহ দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীমকোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা এবং কমিশনের নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে বিজ্ঞ আদালতের তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত যাচিত আইনগত মতামত প্রদান করা হয়েছে তৎপ্রেক্ষিতে, গত তিন মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর), ২০২৩ কমিশনের লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্স বিভাগের লিগ্যাল শাখা সংশ্লিষ্ট প্রকাশযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও অর্জনের সারসংক্ষেপঃ

(১) বিটিআরসির দায়েরকৃত তদন্তাধীন মামলার মধ্যে বিগত তিন মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) কমিশনের তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সমাপ্তীয়ান্তে ০২ (দুই) টি মামলার তদন্ত প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দখিল করা হয়েছে।

(২) কমিশনের লিগ্যাল শাখার কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষতঃ অর্থ আদায় সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বিজ্ঞ আদালতে উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ, লিখিত জবাব দাখিল এবং অন্যান্য মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩) কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবীগণকে সময় প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।

(৪) বিজ্ঞ সিনিয়র জুড়িসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, কক্সবাজার এবং পাবলিক প্রসিকিউটর, কক্সবাজার জেলা আদালত এর সহিত টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট আইনী বিষয়ে উত্তরদান ও ব্যাখ্যা প্রদান সংক্রান্ত লিগ্যাল শাখার কর্মকর্তাগণের সাথে একটি আলোচনা সভা হয়েছে।

লাইসেন্সিং শাখা

Online License Issuance and Management System (LIMS) সেবা চালু

কমিশনের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গুণগত মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে Online License Issuance and Management System (LIMS) চালু করা হয়েছে। উক্ত LIMS (https://lims.btrc.gov.bd/) এর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক দেশের যে কোন প্রান্ত/ স্থান হতে কমিশন কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন ধরনের আবেদনকারী অনলাইনের মাধ্যমে উক্ত আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে আবেদনের বিভিন্ন তথ্য যাচাই করত সংযুক্ত ও অনলাইনে সহজেই প্রযোজ্য পেমেন্ট/অর্থ প্রদান করতে পারবে। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ আবেদনকারীরগণের সময়, ভ্রমণ জনিত ধকল ও অর্থ ব্যয় ক্ষেত্র বিশেষে আর হবে না বা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। লাইসেন্স/ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু, নবায়ন, বাতিল ও সংশোধন সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে।

বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনার (এলএল), মহাপরিচালক (এলএল) এবং এলএল বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে LIMS এর অপারেশন চালুর বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার স্থিরচিত্র।

নতুন ইস্যুকৃত আইএসপি (ISP) লাইসেন্স হস্তান্তরর

অত্র কমিশনের লাইসেন্সিং শাখা ২৭ টি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন মেয়াদে লাইসেন্স প্রদান করে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত কমিশন এর ৩,৪৭৪ টি লাইসেন্স বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় আইএসপি, বিভাগীয় আইএসপি, জেলা আইএসপি এবং উপজেলা/থানা আইএসপি লাইসেন্সসহ অন্যান্য লাইসেন্সসমূহের নবায়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান আছে।

চিত্র: কমিশনার (এলএল), মহাপরিচালক (এলএল) এবং পরিচালক (লাইসেন্সিং) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ এসইজেড (স্পেশাল ইকোনমিক জোন) লিমিটেড এর প্রতিনিধির নিকট উপজেলা/থানা আইএসপি নতুন লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

কমিশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরের অডিট রির্পোট স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারের পক্ষে সর্বোচ্চ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আহরণ করে আসছে। চলতি অর্থবছর (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) এ কমিশন ৯১৬.১৪ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে, যা রাজস্ব আদায়ের ত্রৈমাসিক লক্ষ্যমাত্রার ১১৭.১৪ % বেশি।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইনের ২৭ (২) ধারা অনুযায়ী প্রতিবছরের ন্যায় বিটিআরসির ২০২২-২৩ অর্থ বছরের নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দেশের স্বনামধন্য অডিট ফার্ম UHY Syful Shamsul Alam & Co. কর্তৃক এই নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়। অধ্যাপক ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী, কমিশনার (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব), বিটিআরসি মহোদয়ের সুধৃর নেতৃত্বে এবং পরিচালক (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব) জনাব আফতাব মোঃ রাশেদুল ওয়াদুদসহ অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সহায়তা প্রথমবারের মতো অডিট ফার্ম নিয়োগের মাত্র ০১ (এক) মাসের মধ্যে এই নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ আয়োজিত ২০২২-২৩ অর্থবছরের অডিট রির্পোট স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রকৌঃ শেখ রিয়াজ আহমেদ, কমিশনার (স্পেক্ট্রাম ম্যানজেমেন্ট); ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জুয়েল, মহাপরিচালক (স্পেক্ট্রাম); মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহাপরিচালক (প্রশাসন); মোঃ কামরুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন) এবং অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ। এখানে উল্লেখ্য, স্বাক্ষরিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন মোতাবেক ২০২২-২৩ অর্থবছরে অত্র কমিশনের রাজস্ব আয় ৪১৪৯.৪৯ কোটি টাকা, মোট ব্যয় ৩১৩.৩৪ কোটি টাকা এবং সরকারী কোষাগারে প্রদেয় অর্থের পরিমান ৩৮৩৬.১৫ কোটি টাকা।

নিরীক্ষা কার্য শেষে বিগত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিঃ কমিশনের প্রধান সম্মেলন কক্ষে নিরীক্ষা প্রতিবেদন স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে একটি Signing Ceremony আয়োজন করা হয়। উক্ত আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, চেয়ারম্যান, (সিনিয়র সচিব) বিটিআরসি। পরিচালক অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব মহোদয়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অডিট ফার্ম UHY Syful Shamsul Alam & Co. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, এফসিএ বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া কমিশনার (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব), বিটিআরসি মহোদয় এই কাজের জন্য অডিট ফার্মকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে নিরীক্ষা সম্পাদনের এই প্রক্রিয়াকে ধরে রাখবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সভাপতির বক্তব্যে চেয়ারম্যান, বিটিআরসি মহোদয় যথাসময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করায় নিরীক্ষার সাথে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতে এই ধারবাহিকতা অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রয়াত সহিদুর রহমান এর পরিবারের সদস্যগণের নিকট চেক হস্তান্তর

বিগত ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ইং তারিখে কমিশনের অফিস সহায়ক সহিদুর রহমান কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে, বিগত ২৩ আগস্ট,২০২৩ ইং তারিখে মরহুম সহিদুর রহমানের পরিবারের সদস্যগণের নিকট বর্ণিত কর্মচারীর প্রাপ্য প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক ও ছুটি নগদায়নের অর্থ বাবদ সর্বমোট ৭,৫৬,৪৮১.৩২ (সাত লক্ষ ছাপান্ন হাজার চারশত একাশি টাকা বত্রিশ পঁয়সা) টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট

লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রম

০১ জুলাই হতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৩৮ টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

লাইসেন্সবিহীন একাধিক আইএসপি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

গত ২৭ আগস্ট, ২০২৩ হতে ৩১ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিঃ সময়কালে পরিচালক (ইএন্ডআই) মহোদয়ের নেতৃত্বে এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট এর ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি পরিদর্শন দল খুলনা বিভাগের যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন আইএসপি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শক দলের সদস্যগণ প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্সিং ও অপারেশনালসহ সার্বিক কার্যক্রম পরীক্ষা করেন ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অনুমোদনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই করেন। পরিদর্শনকালে পরিদর্শন দল যশোর জেলায় Romance Cable Network ও Network Solution নামক দুইটি ISP প্রতিষ্ঠান, Fiber@Home এর Cyclone Project এবং Romance Cable Network কর্তৃক পরিচালিত JS Satellitte নামক ক্যাবল টিভি/ডিশ সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন দল চুয়াডাংগা জেলায় পরিদর্শনকালে Chuadanga Broadband Services IC Net Broadband নামক দুইটি ISP প্রতিষ্ঠান, ঝিনাইদহ জেলায় ICC Communication Ltd এর PoP ও প্রেমা অনলাইন নামক নন-লাইসেন্সি ISP প্রতিষ্ঠান, মেহেরপুর জেলায় Meherpur Broadband নামক নন-লাইসেন্সি ISP প্রতিষ্ঠান এবং কুষ্টিয়া জেলায় Kushtia Communicaton System নামক ISP প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান অবস্থায় পরিদর্শন দল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনিয়মিত কার্যক্রম বা ব্যত্যয়ের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিভিন্ন অনিয়ম ও ব্যত্যয়ের সাথে জড়িত এবং পরিদর্শনে উদ্ঘাটিত ও সনাক্তকৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পরিদর্শন কার্যক্রম পরবর্তী প্রতিবেদন দাখিল করতঃ কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রশাসনিক জরিমানা এবং রাজস্ব

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০১০) এর বিধিবিধান, সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনস ও লাইসেন্সের শর্ত এবং কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে কমিশন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং পূর্বের সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় গত ০১/০৭/২০২৩ খ্রিঃ হতে ৩০/০৯/২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে TVAS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ০২টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১,২৫,০০০/-(এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানদুটির নিকট কমিশনের বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ১৭,৯৫,২৬৯/- (সতের লক্ষ পঁচানব্বই হাজার দুইশত উনসত্তর) টাকা। এছাড়াও ০৩টি ISP প্রতিষ্ঠানকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

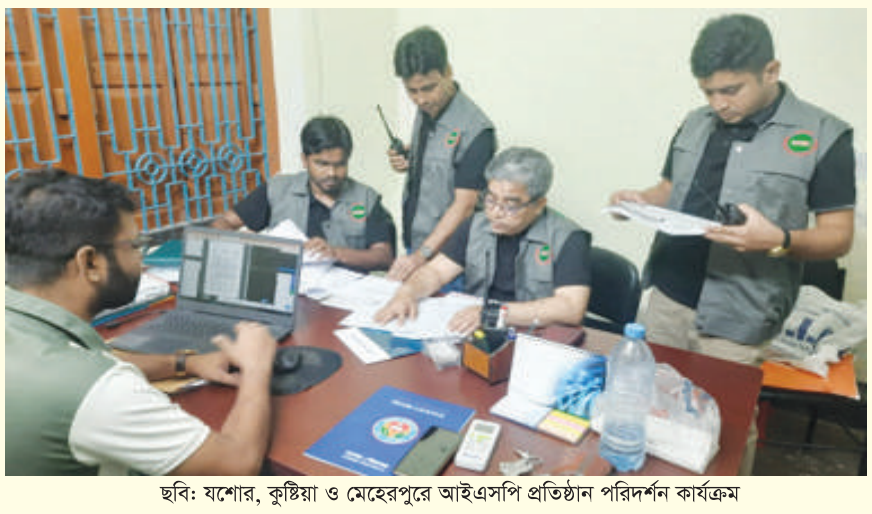

ছবি: যশোর, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুরে আইএসপি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রম

TVAS সংক্রান্ত সভা

গত ২০ জুলাই ২০২৩-এ ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট এর পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে রবি আজিয়াটা লিঃ এর প্রতিনিধিদের সাথে TVAS বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় TVAS সার্ভিস এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়।

Self Regulation Barring Process (SRP) এবং Self Regulation (SR) পদ্ধতিতে অবৈধ সিম সনাক্ত ও বন্ধকরণ

বিটিআরসি নির্ধারিত Self Regulation Barring Process (SRP) Logic এবং সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় Self Regulation (SR) Logic সমূহ মোবাইল ফোন অপারেটরগণ পরিচালনা করে থাকে। অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে কমিশনের নির্দেশনায় প্রতিটি মোবাইল অপারেটর প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত SRP Logic এবং মোবাইলফোন অপারেটরদের নিজস্ব SR Logic প্রয়োগ করে অবৈধ ভিওআইপি'তে ব্যবহৃত সিম সনাক্ত করে থাকে। কমিশন SRP Logic সমূহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তা পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে থাকে। এর ফলে অবৈধ ভিওআইপি'তে সিম এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর খ্রি.ঃ সময়কালে SRP এবং SR পদ্ধতিতে সনাক্ত ও বন্ধকৃত সিমের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

ক্রমিক নং	মোবাইলফোন অপারেটরের নাম	সময়			মোট
		জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	
১	টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ	১,৬৭২	১,০৪৬	১,১১৪	৩,৮৩২
২	গ্রামীনফোন লিঃ	২,১৪৬	৯,৯৬৬	৭,৮৪৪	১৯,৯৫৬
৩	রবি আজিয়াটা লিঃ	৮,২২৭	৮,৪০২	১২,১২৮	২৮,৭৫৭
৪	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ	১৭,৭১১	২২,৭০০	২৭,৯৭২	৬৮,৩৮৩

আইআইজি, এনটিটিএন, এটুপি ও আইএসপি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

গত ২৯ জুলাই, ২০২৩ হতে ০১ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট এর একটি পরিদর্শক দল চট্টগ্রামে টেলিকম লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান (আইআইজি, এনটিটিএন, এটুপি ও আইএসপি) পরিদর্শন করেন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক কার্যক্রম যাচাই করেন। পরিদর্শনকালে পরিদর্শন দলটি কর্তৃক 'এভিনিউ ট্রেডার্স' নামে একটি লাইসেন্সবিহীন আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির ব্যবহৃত ০২ (দুই) টি সার্ভার, ০২ (দুই) টি সুইচসহ একটি করে রাউটার, স্পাইসার এবং পাওয়ার মিটার জব্দ করা হয়েছে ও সীলগালা করতঃ প্রতিষ্ঠানটির জিম্মায় রাখা হয়েছে।

নিয়মিত অভিযান কার্যক্রম

অনুমোদনহীন, নকল ও সরকারী রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম সরবরাহ/ বিক্রয় এবং অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম প্রতিহত করার লক্ষ্যে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট নিয়মিত অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

অবৈধ ওয়াকি-টকি ব্যবহার রোধকল্পে পরিচালিত অভিযানের চিত্র।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিটিআরসি কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
(জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা]

টুকরো খবর

ছবি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার কর্তৃক গণভবনে বিটিআরসি'র নবনির্মিত ভবনের রেপিকা উন্মোচন করেন।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিটিআরসি'র প্রধান সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান। এসময় কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো: মহিউদ্দিন আহমেদ স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

গত ০৫ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম ঢাকার আগারগাঁওস্থ বিটিআরসি'র নব-নির্মিত ভবন পরিশর্দনে আসেন। পরিদর্শনকালে তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান কমিশনের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণ।

টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সমসাময়িক বিষয়ে বেসরকারি টেলিভিশন "আরটিভিতে"-তে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)'র মহাপরিচালক (সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস) জনাব মোঃ নাসিম পারভেজ মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি হওয়ায় কমিশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিশনের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণসহ অন্যান্য উধ্বর্তন কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৬০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিটিআরসি ভবনের বঙ্গবন্ধু কর্ণারে শেখ রাসেল এর প্রতিকৃতিতে পুস্পমাল্য অর্পন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এসময়, বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান ও কমিশনার মহোদয়গণসহ অন্যান্য উধ্বর্তন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনায় : জনাব মোঃ নূরুল হাফিজ, সচিব, বিটিআরসি
সহ-সম্পাদনা : জনাব মোঃ জাকির হোসেন খাঁন, উপ-পরিচালক, বিটিআরসি
আলোকচিত্র ও ডিজাইন : জনাব এমরান হোসেন গাজী, আলোকচিত্রী, বিটিআরসি
প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা : প্রকৌশলী মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, বিটিআরসি।
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)।
উপদেষ্টামন্ডলী : প্রকৌশলী শেখ রিয়াজ আহমেদ, কমিশনার, বিটিআরসি।
ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী, কমিশনার, বিটিআরসি।